Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

কভিড ১৯ মহামারীর সময় দক্ষিন এশিয়ার গৃহভিত্তিক নারী শ্রমিকদের প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে ধারনা

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

মূল নীতিমালা

১. আসুন একে অপরের সম্পর্কে শুনি।

২. আসুন কারো সম্পর্কে ধারনা, মূল্যায়ন, সন্দেহ বা নিন্দা না করি।

৩. আসুন পার্থক্যসমূহ তুলে ধরি।

৪. বিষয়টি গোপনীয় রাখুন।

৫. অনুমতি নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ন।

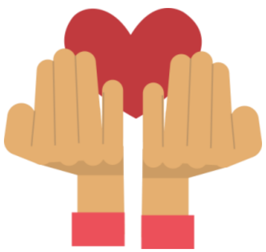

কভিড ১৯ মহামারী সম্পর্কে জানি

১. এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ যা একজন থেকে অন্যজনে ছড়াতে পারে।

২. যেহেতু এটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে তাই এটা ‘মহামারী’।

৩. এখনও পর্যন্ত কোন প্রতিশেধক তৈরি হয়নি যা এই রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

৪. নিজেকে রক্ষা করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে ভাইরাস ছড়াতে পারে এমন লোকের সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

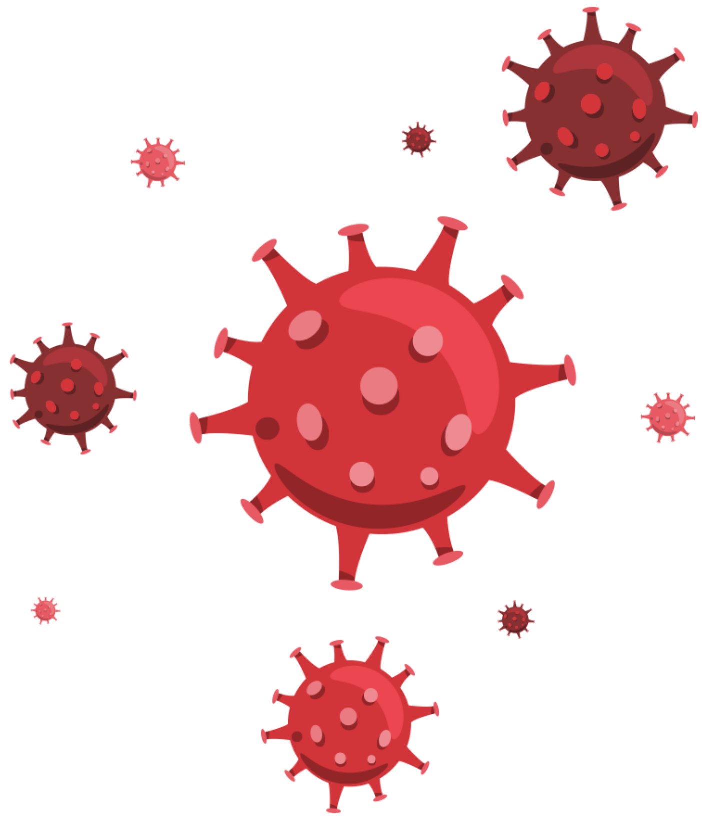

(Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf)

কভিড ১৯ মহামারী সম্পর্কে জানি

কিভাবে মানুষের জীবন এবং দৈনন্দিন কাজের উপর মহামারী প্রভাব ফেলছে?

১. দেশব্যাপী লকডাউন

২. স্বাস্থ্য খাতের সংকট

৩. কর্মস্থান, কলকারখানা, অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মার্কেট ইত্যাদি বন্ধ হওয়া।

৪. চাকুরী, কর্মসংস্থান ও জীবিকা নির্বাহের উপায় বিনষ্ট

৫. গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই মহামারীর প্রভাব ভয়াবহ রুপ ধারন করেছে।

(Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf)

গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের উপর মহামারী এবং লকডাউনের প্রভাব

গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের কর্ম এবং জীবিকার উপর প্রভাব

১. কর্মসংস্থান হারানো এবং আয় না থাকা
২. পূর্বের পাওনা না পাওয়া
৩. কম মজুরী
৪. দেনা বৃদ্ধি
৫. ত্রান এবং আর্থিক সহায়তার অভাব
৬. কাজ এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা

গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির উপর প্রভাব

১.ভাইরাস ছড়াতে পারে এমন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি
২. খাদ্য এবং পুষ্টির অভাব
৩. নারী স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা অগ্রাধিকার না পাওয়া
৪. উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং তথ্যের অভাব
৫. মানসিক চাপ, উৎকন্ঠা এবং বিষন্নতার সর্বচ্চ পর্যায়ে পৌছানো

গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের উপর মহামারী এবং লকডাউনের প্রভাব

গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের অন্যান্য প্রভাব

১. কাজের চাপ বৃদ্ধি- গৃহস্থালি, শিশুর যত্ন, সেবামূলক ও নিজের কাজ

২. বিধিনিষেধ এবং নিয়ন্ত্রন বৃদ্দি

৩. ঘরে একান্তে বিশ্রাম এবং নিজের জন্য সময়ের অভাব ।

৪. গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের একত্রিত করার জটিলতা

কোভিড ১৯ মহামারী এবং লকডাউন গৃহভিত্তিক নারী শ্রমিকদের প্রতি সহিংসতার ঝুকি বৃদ্ধি করছে

নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে জানি

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

নারীর প্রতি সহিংসতা কি?

১. পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত হয়।

২. নারীর প্রতি সহিংসতার মাধ্যমে কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

৩. বিশ্বব্যাপী প্রতি 3 জন নারীর মধ্যে 1 জন তার জীবনে সহিংসতার স্বীকার হয়।

৪. নারী এবং পুরুষ উভয়ই অপরাধী এবং সহিংসতার স্বীকার হতে পারে কিন্তু নারীরাই বেশী ঝুকিপূর্ন এবং সহিংসতার স্বীকার হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা কি?

১. কোন কাজ বা ভয়ভীতি দেখানো যার ফলে কোন নারীর শারীরিক, জৈবিক, মানসিক এবং আর্থিক ক্ষতি বা ভোগান্তির সৃষ্টি করে।

২. জনসম্মুখে এবং ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্র উভয় জায়গায় সংগঠিত হতে পারে।

৩. শারীরিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, মানসিক নির্যাতন এবং আর্থিক ক্ষতিসাধন

নারীর প্রতি সহিংসতা কি?

১. গৃহভিত্তিক নারী শ্রমিকদের ঘরও একটি কর্মস্থান।

২. পারিবারিক নির্যাতন গৃহভিত্তিক নারী শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং যা প্রায়ই অদৃশ্যমান থেকে যায়।

৩. কর্মক্ষেত্রে ঠিকাদার বা মধ্যস্থতাকারীর দ্বারা সহিংসতা সংগঠিত হতে পারে।

৪. ঘরে বসে আলাদা কাজ করার ফলে গৃহভিত্তিক শ্রমিকরা সবচেয়ে কম সুসংগঠিত শ্রমিক শ্রেনী।

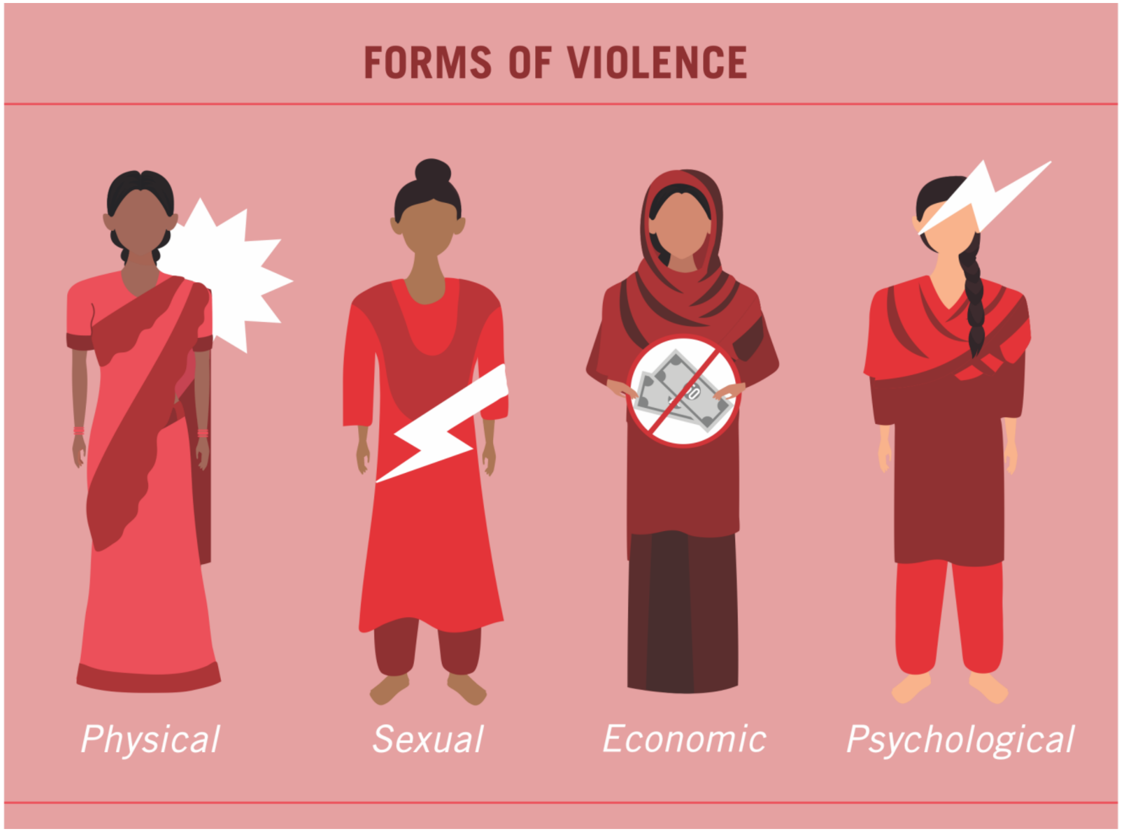

১. বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা একে অপরের সাথে সংযুক্ত।

২. একজন নারী বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার মুখোমুখি একই সময়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হতে পারে।

৩. এছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে সহিংসতার মুখোমুখি হতে পারে।

৪. মহামারী এবং লকডাউন গৃহভিত্তিক নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সহিংসতার ঝুকি আরও বৃদ্দি করছে।

শারীরিক নির্যাতন

- থাপ্পর দেওয়া, প্রহর করা, হাত মোচড়, ছুড়িকাঘাত, শ্বাসরোধ, আগুন লাগানো, গলাটিপেধরা, লাথি মারা, এসিড নিক্ষেপ, কোন বস্তু অথবা অস্ত্র দিয়ে ভয় প্রদর্শন, হত্যা এবং অন্যান্য শারীরিক ক্ষতি করার স্বাভাবিক চর্চা।

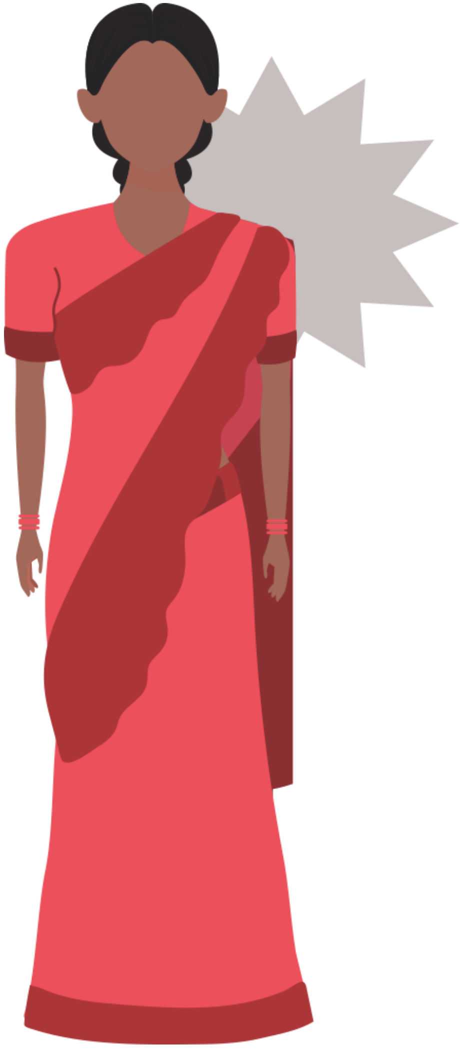

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers’ Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

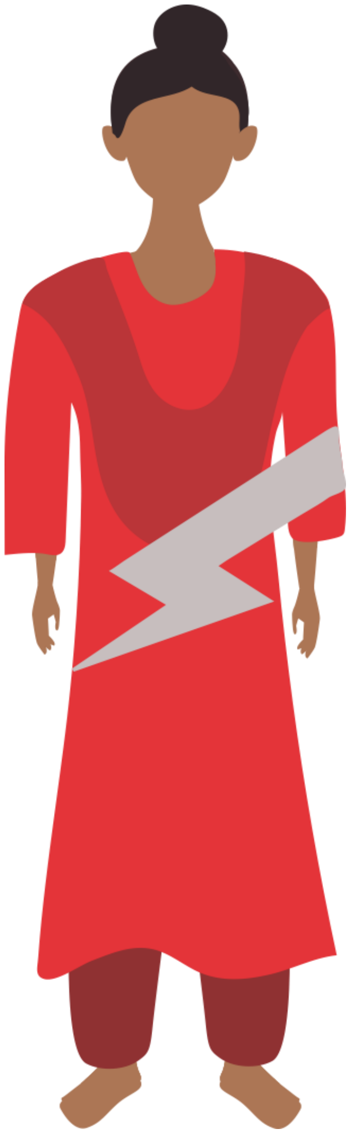

যৌন নিপীড়ন

- ভয় হুমকি অথবা শারীরিক ক্ষমতার জোরে যৌনকর্মে বাধ্য করা।
- ধর্ষন অথবা ধর্ষনে সহযোগিতা করা
- ঠিকাদার বা অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অথবা টাকা দিয়ে যৌনকর্মের দাবি করা।

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers’ Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

অর্থনৈতিক সহিংসতা

- আর্থিক সহায়তা না করা, পারিবারিক খরচ দিতে অপারগতা, খাদ্য এবং মৌলিক চাহিদা পুরন করতে অস্বীকার, স্বাস্থ্য সেবা নিতে না দেওয়া, কাজ করতে বাধা দেওয়া, উপার্জিত টাকা জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়া।

- পাওনা পরিশোধ না করা, পাওনা পরিশোধে দেরি করা, ঠিকাদার বা মধ্যস্থতাকারীর কম মজুরী প্রদান।

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers' Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

মানসিক নির্যাতন

এমন আচরন যা কোন নারীকে মানসিক, আবেগজনিত এবং মনস্তাত্বিকভাবে প্রভাবিত করে. যেমন-

- বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে কথার মাধ্যমে আক্রমন।
- উপহাস, কুনজর, নিন্দা, লজ্জা দেওয়া এবং বিভিন্ন ভাবে গালি দেওয়া।
- প্রতিনিয়ত অপমান করা
- আচরনের মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন, প্রতিনিয়ত ভয় দেখানো, পরিত্যাগ করার হুমকি, ঘর থেকে বাহির এবং বন্ধি করার হুমকি।
- সার্বক্ষনিক নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রন করা।
- সন্তানদের জিম্মি করার ভয় দেখানো।
- জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা এবং নষ্ট করা।

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers’ Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

সহিংসতার প্রভাব সম্পর্কে জানি

গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের উপর সহিংসতার প্রভাব

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

কর্ম এবং জীবিকার উপর প্রভাব

১. শারীরিকভাবে এবং একটানা কাজ করার অক্ষমতা।

২. নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতা এবং মনোযোগ কমে যাওয়া।

৩. অর্থ এবং ব্যয়ের নিয়ন্ত্রন কমে যাওয়া।

৪. কর্মক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে যাওয়া।

স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির উপর প্রভাব

১. অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারন, যৌন সংক্রামন, এইডস এর ঝুকি, শিশু জন্মের ক্ষেত্রে অনিরাপদ সেবা ব্যবহার, গর্ভপাত ইত্যাদি।

২. মানসিক অসুস্থতা, ভয়, বিষন্নতা এবং আত্মহত্যার প্রবনতা।

৩. উচ্চপর্যায়ে মানসিক চাপ এবং উৎবিগ্নতা।

৪. আত্মসন্মানবোধ, আত্মবিশ্বাস, নিজেকে অবমূল্যায়ন এবং সহিংসতার জন্য নিজেকে দোষী ভাবার প্রভাব।

গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের উপর সহিংসতার প্রভাব

অন্যান্য প্রভাব

১. শারীরিক আঘাত, ব্যাথা, চিহ্ন, কালশে দাগ

২. গতিশীলতা এবং অভিগমন হ্রাস

৩. সহযোগিতা, সুরক্ষা এবং রক্ষার জন্য তথ্য এবং সেবা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

৪. সহিংসতার অন্যান্য প্রভাবে (শারীরিক, জৈবিক, আর্থিক) নারীরা মানসিকভাবেও প্রভাবিত হয়ে থাকে।

আপনি কি মনে করেন গৃহভিত্তিক শ্রমিকরা গৃহে এবং পরিবারে যে সহিংসতার মুখোমুখি হয় তা তাদের সন্তানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে?

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

শিশুদের উপর সহিংসতার প্রভাব

১. পারিবারিক সহিংসতা শিশুদের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে যা তাদের সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়।

২. শিশু নির্যাতন এবং শারীরিক নির্যাতন দ্বারা শিশুরা প্রত্যক্ষ এবং / অথবা পরোক্ষভাবে এবং / অথবা আবেগজনিত এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।

৩. বালক এবং বালিকা ভিন্নভাবে সহিংসতার মুখোমুখি হয়।

৪. যে সকল পিতামাতা বা সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তি সহিংসতার স্বীকার হয় তা তাদের সন্তানদের যত্নের উপর পৃথকভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

৫. শিশুদের উপর সহিংসতার প্রভাব খুবই মারাত্মক যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্নভাবে এবং উপায়ে প্রভাব বিস্তার করে।

শিশুদের উপর সহিংসতার প্রভাব

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

১. শিশুরা গৃহে যে সহিংসতার স্বীকার হয় অথবা পিতামাতা ও লালনপালনকারীর উপর সহিংসতার প্রত্যক্ষদর্শী হয় তা পর্যাপ্ত সহায়তা এবং নিরাপত্তার অভাবে কারো কাছে বলতে পারে না।

২. শিশুদের সহিংসতা প্রকাশের জন্য বিশ্বস্ত বয়স্ক লোক দরকার যা তাদেরকে অভিজ্ঞতার কথা বলতে এবং মানিয়ে নিতে সহায়তা করবে।

কোভিড ১৯ মহামারীর পূর্বে বাংলাদেশের প্রায় ৪৫ মিলিয়ন লোক সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছে (এমআইসিএস ২০১৯)। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর জরিপ অনুসারে যা মহামারীর সময়ে প্রায় ৩১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রীলংকায় শিশু হেল্পলাইনে শিশু নির্যাতন বিষয়ে ফোন কলের সংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগের পূর্বাভাস। মার্চ ১৬ 2020 থেকে এপ্রিল ৭ 2020 এর মধ্যে ২৯২ টি শিশু সুরক্ষা অভিযোগের মধ্যে ১২১ টি নির্মমতার অভিযোগ যা গড়ে ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোভিড ১৯ মহামারীর সময় দক্ষিন এশিয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির ঘটনা

দক্ষিন এশিয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির ঘটনা

বাংলাদেশ

- জাতিসংঘের প্রকাশিত কর্মজীবী দলের প্রাথমিক চাহিদা মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুসারে বর্তমান লকডাউন সময়ে ৪৯.২% নারী এবং কিশোরী নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বোধ করে।
- বর্তমানে ৩৩% নারী এবং কিশোরী জানে না কারো দ্বারা বা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা সহিংসতার স্বীকার হলে কোথায় সাহায্য চেতে হয়।
- 2020 সালের এপ্রিল মাসে ১৯ টি সহিংসতার খবর মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে যার অধিকাংশ ধর্ষন ও শারীরিক নির্যাতন বিষয়ে।
- মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সদ্য প্রকাশিত জরিপ অনুসারে জুন 2020 পর্যন্ত দেশের ৫৩ টি জেলায় ১৩৪৯৪ জন নারী এবং শিশু সহিংসতার স্বীকার হয়েছে।

ভুটান

- রয়েল ভুটান পুলিশ পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে মার্চ 2020 এ ১৩ টি এবং এপ্রিল 2020 এ ৭ টি মামলা নথীভুক্ত করেছে।

দক্ষিন এশিয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির ঘটনা

ভারত

- মার্চ ২৫ থেকে মে ৩১ 2020 পর্যন্ত পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে নারীদের দ্বারা ১৪৭৭ টি অভিযোগ দাখিল করা
  হয়েছে। এই ৬৮ দিনের নথীভুক্ত অভিযোগ বিগত ১০ বছরে মার্চ এবং মে মাসের তুলনায় বেশী। প্রিায় ৮৬% নারী
  সহিংসতা মুখোমখির সময় সাহায্য চায় না। ৭৭% ভুক্তভোগী সহিংসতার ঘটনা কারো কাছে প্রকাশ করে না।

নেপাল

- জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে লকডাউন সময়ের দুই মাসে পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে ৬০৪ টি মামলা দাখিল করা হয়েছে যার মধ্যে ১৩৯ টি নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে। লকডাউন শুরুর পর পারিবারিক নির্যাতন পূর্বের চেয়ে ৭৭ % বৃদ্দি পেয়েছে।

দক্ষিন এশিয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির ঘটনা

পাকিস্তান

- সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশে লকডাউন সময়ে ২৫% পারিবারিক নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে মার্চ থেকে মে 2020 সময়ে ৩২১৭ টি মামলা লিপিবদ্ধ হয়েছে।
- পাকিস্তানের মানুনিস স্বাস্থ্য কর্মীদের পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে অনলাইন থেরাপি সেশন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করতে দেখা গেছে।

শ্রীলংকা

- মার্চ ১৬ থেকে এপ্রিল ১ 2020 সময়ে নারীদের সেবাদানকারী অনলাইন প্রতিষ্ঠান উইন কমপক্ষে ২৫০ টি ফোন কল রিসিভ করেছে যার মধ্যে ৬০% পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে।
- শ্রীলংকার নার্স এবং স্বেচ্ছাসেবীরা সরকারের নিকট লকডাউন সময়ে পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে আরও হেল্পলাইন খোলার জন্য অনুরোধ করেছে।

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

১. এই অঞ্চলে সাহায্যের জন্য সহজলভ্য সেবা কেন্দ্রের অভাব

২. কিছু হেল্পলাইন কল কমার দাবি করছে কারন হিসেবে তারা বলছে ব্যক্তিগতভাবে কল করার অসুবিধা।

৩. সহিংসতা প্রতিরোধ কেন্দ্র বন্ধ এবং জরুরী হেল্পলাইনে সেবা কমার ফলে মোবাইল ক্লিনিক এবং কাউন্সিলিং সেবার উপর প্রভাব পড়েছে।

Response to VAW

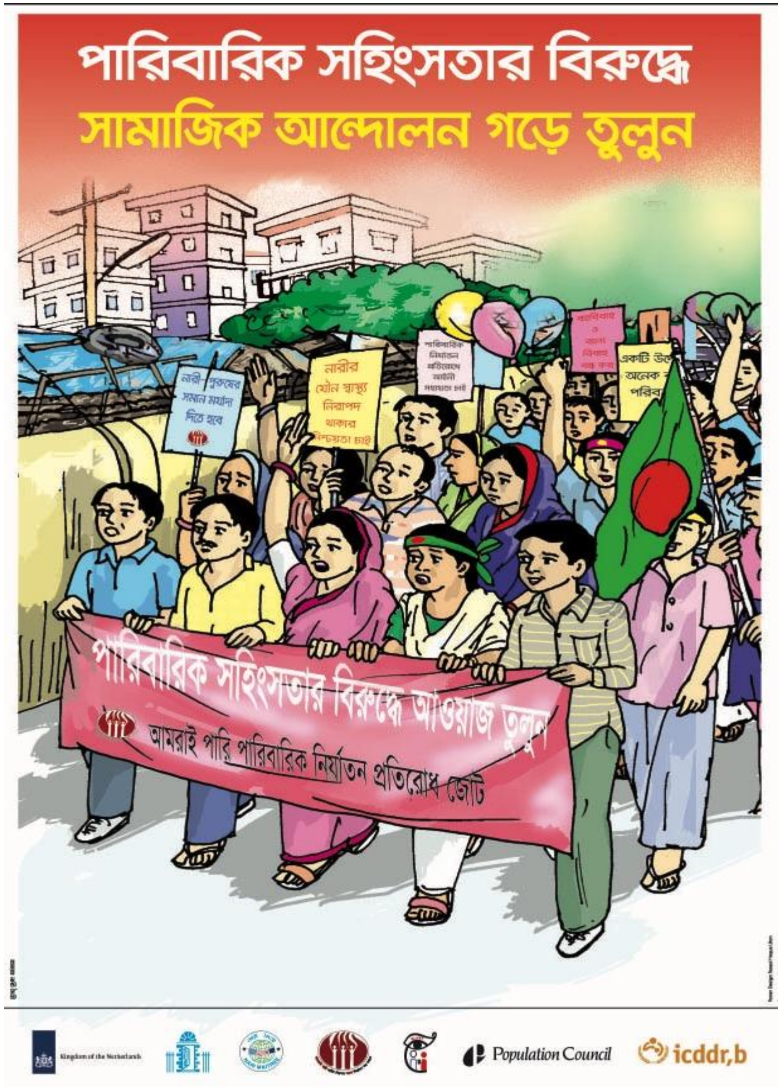

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

আলাদা মানে একা নয়

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

দক্ষিন এশিয়ায় নারীদের জন্য সহজলভ্য হেল্পলাইন

দেশ	হেল্পলাইন নাম্বার
নেপাল	• জাতীয় মহিলা কমিশন– ১১৪৫ • এলএসিসি (আইনগত সহায়তার জন্য) -৯৮৪১৪৩৭৯৪৯, ৯৮৪১৬৪৪৫১৫ • টিপিও (মানসিক কাউন্সেলিং এর জন্য) – ১৬৬০ ০১০ ২০০৫ • সাথি (আশ্রয় সেবা এবং কাউন্সেলিং এর জন্য) – ৯৮৪১৬০৭৮৪৬, ৯৮০১০৩৮৪৮২ • সিডব্লিউআইএন (শিশুদের জন্য) – ১০১৮ • আশা সংকট কেন্দ্র (আশ্রয় এবং কাউন্সেলিং এর জন্য)- ৯৮০১১৯৩০৮৮
পাকিস্তান	• পাকিস্তান সরকারী কেন্দ্রীয় মানবাধিকার হেল্পলাইন- ১০৯৯ &. হোয়াটস এ্যাপ নাম্বার ০৩৩৩ ৯০৮ ৫৭০৯ • নারী এবং শিশুদের জন্য মাদদগর হেল্পলাইন- ১১১-৯১১-৯২২ • রোজান হেল্পলাইন- ০৪০০-২২৪৪৪, ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং- ০৫১-২৮৯০৫০৫-৭
শ্রীলংকা	• জাতীয় হেল্পলাইন- ১৯৩৮

দক্ষিন এশিয়ায় নারীদের জন্য সহজলভ্য হেল্পলাইন

দেশ	হেল্পলাইন নাম্বার
বাংলাদেশ	• নারী ও শিশু বিষযক মন্ত্রনালয (হটলাইন) – ১০৯ • স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অধীনে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল (হটলাইন) – ৯৯৯ • পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে সহায়তার জন্য হেল্পলাইন - ১৬৪৩০(নারী ও শিশু বিষযক মন্ত্রনালয) • ব্লাষ্ট হেল্পলাইন নাম্বার- ০১৭১৫-২২০ ২২০
ভুটান	• নারী ও শিশু হেল্পলাইন নাম্বার – ১০৯৮ • রিনিউ - ১৭১২৬৩৫৩ • ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার - ৭৭১১৯০২৪
ভারত	• জাতীয় হেল্পলাইন– ১০৩ • পারিবারিক নির্যাতন হেল্পলাইন– ১৮১ • নারী পুলিশ হেল্পলাইন নাম্বার- ১০৯১ & ১২৯১ • এন সি ডব্লিউ - ৭২১৭৭৩৫৩৭২ (হোয়াটস এ্যাপ নাম্বার)
মালদ্বীপ	• জাতীয় শিশু হেল্পলাইন- ১৪১২ (কোভিড ১৯ সময়ে হটলাইন হিসেবে ব্যবহার)) • হটলাইন - +৯৬০ ৯৪৯৪৮৬৯ (কুইন্স কমনওয়েলথ ট্রাষ্ট দ্বারা পরিচালিত)

দক্ষিন এশিয়ায় শিশুদের জন্য সহজলভ্য হেল্পলাইন

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

দেশ	হেল্পলাইন নাম্বার
আফগানিস্তান	শিশু হেল্পলাইন: ৭০৭১৯৯১৯৯ (যে কোন স্থানীয় টেলিকম নেটওয়ার্ক থেকে বিনামূল্যে), পরিচালনার সময়: ২৪/৭
বাংলাদেশ	শিশু হেল্পলাইন: ১০৯৮ (বিনামূল্যে), পরিচালনার সময়: ২৪/৭
ভুটান	শিশু হেল্পলাইন: ১০৯৮ (বিনামূল্যে), পরিচালনার সময়: ২৪/৭
ভারত	শিশু হেল্পলাইন: ১০৯৮ (বিনামূল্যে), পরিচালনার সময়: ২৪/৭
মালদ্বীপ	শিশু হেল্পলাইন: ১৪১২ (বিনামূল্যে), পরিচালনার সময়: ২৪/৭
নেপাল	শিশু হেল্পলাইন: ১০৯৮ (বিনামূল্যে), পরিচালনার সময়: ২৪/৭
পাকিস্তান	পাঞ্জাব: সিপি কল্যান ব্যুরো: ১১২১(বিনামূল্যে), পরিচালনার সময়: ২৪/৭ খাইবার পাকতুনখাওয়া: সিপিডব্লিউসি: ১১২১ (বিনামূল্যে), পরিচালনার সময়: ২৪/৭ সিনধা: সিপি পরিচালনাকারী: (বিনামূল্যে), পরিচালনার সময়: ২৪/৭ বেলুচিস্তান: এসডব্লিউডি ডিসিপিউ: ০৮১-১১১-৬৬৬-৭৭৫ (বিনামূল্যে নয়), পরিচালনার সময়: সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা
শ্রীলংকা	শিশু হেল্পলাইন: ১৯২০(বিনামূল্যে), পরিচালনার সময়: ২৪/৭

সুরক্ষা পরিকল্পনা

গৃহভিত্তিক নারী শ্রমিক হিসেবে গৃহে একাকী সহিংসতার স্বীকার হলে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করব?

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

"কভিড ১৯ মহামারীর সময়ে আবারও আমি জীবনের কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছি। মহামারীর কারনে আমি আমার কাজের চুক্তি হারিয়েছি এবং আবারও আমার আয়ের পথ বন্ধ। আমার স্বামী এবং তার পরিবারের সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ফলে আমাকে ২০ বছর আগের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। "

- আনিতা (ছদ্দনাম)

১. যদি আনিতা তার স্বামী এবং পরিবারের সাথে একই বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তার সুরক্ষা পরিকল্পনা কি হওয়া উচিত?

২. যদি আনিতা বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তার সুরক্ষা পরিকল্পনা কি হওয়া উচিত?

৩. এমন কোন লোক আছে জরুরী প্রয়োজনে যার/ যাদের সাথে আনিতা যোগাযোগ করতে পারে? তাহলে সে/তারা কারা?

৪. তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত এমন কারো সাথে কি কোন সতর্ক চিহ্ন উন্নয়ন করতে পারে যাতে সহিংসতা মুখোমুখির সময় তাকে সাহায্য করতে পারে?

১. ফারজানা কিভাবে কর্মস্থানে ঠিকাদারের সাথে বিষয়টি সমাধান করতে পারে?

২. ফারজানার কি ঠিকাদারের বিরুদ্ধে একাকি পদক্ষেপ নেয়া উচিত না সমষ্টিগতভাবে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

৩. কিভাবে সমষ্টিগতভাবে বিষয়টি সমাধান করা যায়?

"আমি একজন গৃহভিত্তিক শ্রমিক।মার্চ মাসে লকডাউন শুরু হওয়ার কারনে বিবাহের জন্য উপযুক্ত সময় এপ্রিল –মে এবং ঈদের সময় আমি আমার আয়ের পথ হারিয়েছি।আজকে আমি খেয়ে না খেয়ে জীবন পার করছি। ঠিকাদার কিছু কাজ দিতে সম্মতি হয়েছে কিন্তু কোজ সংগ্রহের জন্য তার বাড়িতে একান্তে দেখা করতে চেয়েছে। যখন আমি তার সাথে দেখা করতে যাই সে জোরপূর্বক স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়।"

- ফারজানা (ছদ্দনাম)

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

“গৃহভিত্তিক শ্রমিক দলের নেতা হিসেবে কিভাবে আমি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করতে পারি এবং অন্যদের সহায়তা করতে পারি যখন তারা গৃহে এবং /অথবা ঠিকাদার ও অন্যান্য মধ্যস্থতাকারীর দ্বারা সহিংসতার মুখোমুখি হয়?"

১. গৃহভিত্তিক শ্রমিক দলের অংশ হিসেবে যখন গৃহভিত্তিক শ্রমিকরা গৃহে এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার মুখোমুখি হয় তা প্রতিরোধ করা সম্ভব?

২. গৃহভিত্তিক শ্রমিকরা গৃহে নির্যাতনের স্বীকার হলে কিভাবে একত্রিতভাবে সহযোগিতা করা যায়?

৩. গৃহভিত্তিক শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে ঠিকাদার ও অন্যান্য মধ্যস্থতাকারীর দ্বারা সহিংসতার স্বীকার হলে কিভাবে একত্রিতভাবে সহযোগিতা করা যায়?

৪. কিভাবে আমরা একত্রিতভাবে সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করতে পারি?

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

আমাদের একতা আমাদের শক্তি

নারীর প্রতি সহিংসতা একটি অপরাধ এবং সকল নারীর আইনগত সহযোগিতা চাওয়ার অধিকার রয়েছে।

বৈষম্য, সহিংসতা এবং নির্যাতন মুক্ত জীবন আমাদের মৌলিক মানবিক অধিকার.

সকলের জন্য সহজলভ্য সহায়তামূলক সেবা কার্যব
কর

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

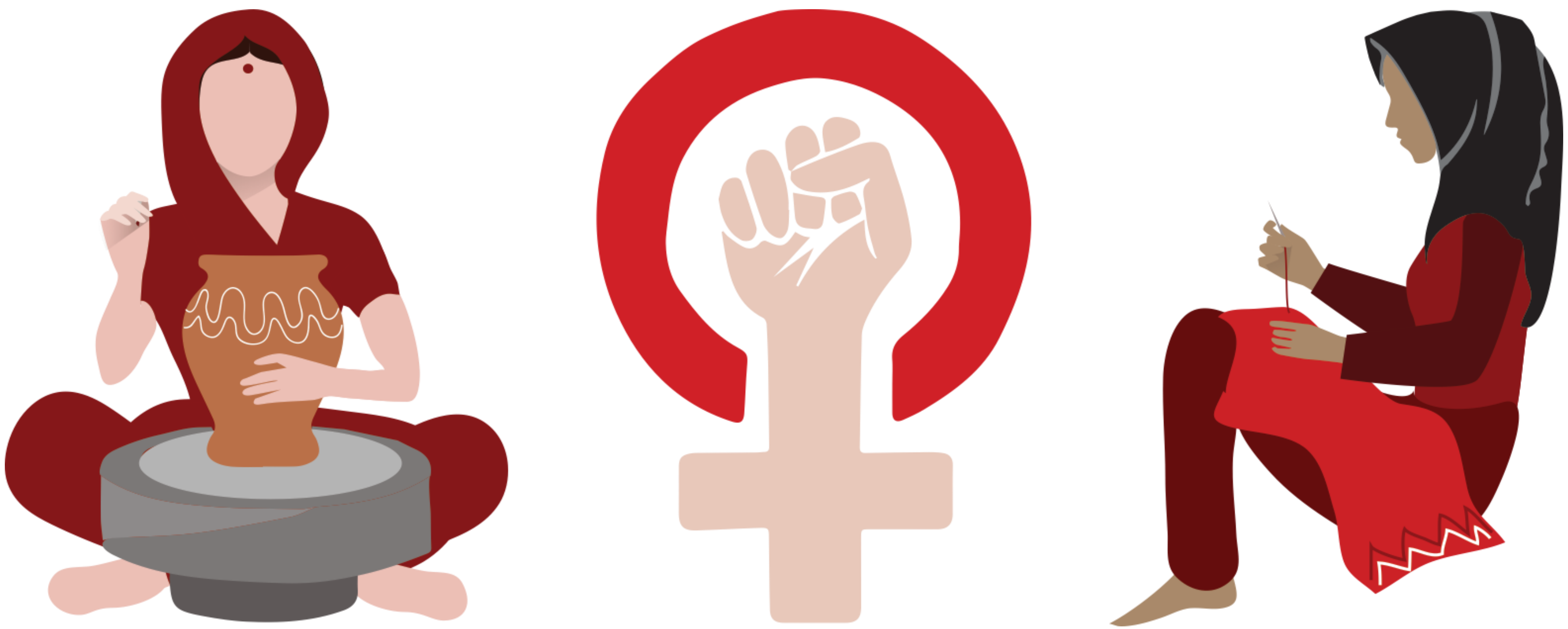

আমরা সবাই এক!

(একাকী নয়, আমরা একত্রিত)